পারস্পরিক শ্রদ্ধায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ

*অমিত দেব

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহি-ত্যর সর্বপ্রথম যুগান্তসৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। বলা যেতে পারে তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য নিষ্ঠা লাভ করেছিল, মার্জিত হয়েছিল। এমন প্রতিভাধর ব্যক্তি তথা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবুর জন্ম হয়েছিল ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। পরলোকগমন ক-রছি-লন ১৮৯৪ খ্রিষ্টা-ব্দর ৮ এপ্রিল। অর্থাৎ -বঁ-চ ছি-লন ছাপান্ন বছর। তাঁর এই মহান জীবৎকা-ল আবির্ভূত হ-য়ছি-লন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবিবাবু যখন এলেন বঙ্কিমবাবু তখন একুশ বছরের সদ্য যুবক আর বঙ্কিমবাবু যখন গেলেন রবিবাবু তখন বত্রিশ বছরের সৌম্য যুবক। তখনই রবীন্দ্রনাথের প্রায় চৌত্রিশটা বই বেরিয়ে গেছে। সাহিত্যিক হিসাবে সকলের কাছেই তখন সুপরিচিত হয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। একথা মনে রাখতে হবে বঙ্কিমের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাবের পরে রচিত হয়েছে। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের একের পর এক হিট হিট উপন্যাসগুলি যখন প্রকাশ পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই বালক। আমা-দর জান-ত ইচ্ছা ক-র কেমন ছিল বালক রবির সঙ্গে যুবক বঙ্কিমের সম্পর্ক, কেমন ছিল তাঁদের হৃদ্যতা, দু'জনের সাহিত্য ভাবনায় কিভা-ব উ-ঠ এ-সছি-লন দু'জ-ন, -সখা-ন কি বি-রাধ ছিল ইত্যাদি অ-নক কিছু আমা-দর জান-ত ই-চ্ছ ক-র। তার-ই একটি অনুসন্ধান করার প্রয়াস করেছি মাত্র।

বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর দেখা হয়েছিল বড় শুভ দিনে। সরস্বতীর দুই বরপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হ-য়ছিল সরস্বতী পূজার দি-নই। ১৮৭৮ সা-লর ৩১ জানুয়ারি দিনটি ছিল সরস্বতী পুজার দিন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জ (Emerald Bower) ভব-ন ক-ল-জর দ্বিতীয় বার্ষিক পুনর্মিলন উৎস-ব যোগদান করতে গিয়েছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। অনেক গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। তন্মধ্যে একজন সৌম্যকান্তি উজ্জ্বল পুরুষের উপস্থিতি দেখে রবীন্দ্রনাথ চমকিত হয়ে যান। পরে যানতে পারেন সেই ব্যক্তিই বঙ্কিমচন্দ্র। বহু দিন পরে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে -সই ঘটনার স্মৃতি চারণা কর-ত গি-য় ব-ল-ছন -

> "-সদিন -সখা-ন আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী -লা-কর সমাগম হইয়াছিল। -সই বুধমন্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সক-লর হই-ত স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া -বাধ হইল।....তাঁহা-ক -দখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি -কৌতুহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান পাইয়া জানিলাম তিনিই আমা-দর বহুদি-নর অভিলাষিতদর্শন -লাকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং

সর্ব-লাক হই-ত তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।"[১]

আসলে ছোটবেলা থেকেই বালক রবি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পড়তেন। সেখান থেকেই তাঁর ভালোলাগার সূত্রপাত। সাক্ষাৎ দর্শনে সেই ভালোলাগা গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল সেদিন। শুধুমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকাতেই ক্ষান্ত ছি-লন না রবীন্দ্রনাথ। ইংরাজী-ত একটি প্রবাদ আ-ছ "Morning shows the day' - মাত্র আঠার বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ সেদিন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের কয়েকটা কবিতা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে পাঠ করেছিলেন। তার মধ্যে নিশ্চয় ছিল তাঁর নিজের লেখা গান 'জ্বল জ্বল চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' কবিতাটি। সতের বছ-রর বালক রবি অগ্রজ বঙ্কিমের সামনে এভাবেই প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছিলেন সেদিন। এরপর বহুবার নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা জায়গা ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল। সে জায়গাটা বালক কবির প্রশংসাতে নয়, সে জায়গাটা শ্রদ্ধার। 'তত্ত্ববোধিনী', 'বান্ধব', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বিচক্ষণ বঙ্কিম সেসকল নিশ্চয় পড়েছিলেন। তবে বড় সাহিত্যিকরা এত সহজে কারো গুণগান গান না। তাকে দস্তুর মত বাজিয়ে দেখে নেন। তাই একেবারে প্রথমেই রবীন্দ্র গুণগানে মুগ্ধ হয়ে যাননি বঙ্কিমচন্দ্র। অব-শ-ষ এল -সই দিন। প্রতিভা-ক -তা কুর্ণিশ কর-তই হ-ব। ১৮৮১ সা-লর ১২ -ফব্রুয়ারি প্রথম অভিনীত হয় রবীন্দ্র রচিত গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'।

১

প্রথম অভিনয়ের দিনে দর্শকাসনে উপবিষ্ট ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনা-থর অভিনয় -দ-খ। প্রথমবার রবীন্দ্র সমা-লাচনা কর-লন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্র-ন্থর সমালোচনা প্রসঙ্গে। তিনি বললেন ট্ট

"যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকু-রর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়া-ছন বা তাহার অভিনয় -দখিয়া-ছন তাহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবে না।"[২]

বলা যেতে পারে, এরপর থেকেই বঙ্কিম রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৮২ সালের ২৪ জুলাই রমেশচন্দ্রের বড় মেয়ে কমলাদেবীর বিবাহ উপলক্ষ্যে বঙ্কিমবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে উপস্থিত ছিলেন। রমেশচন্দ্র পুষ্পমাল্য দিয়ে বঙ্কিমবাবুকে বরণ করতে এলে বঙ্কিমবাবু সেই মালা নিজে না পরে পাশে থাকা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে -দন। পরবর্তীকা-লর 'জীবনস্মৃতি'-ত রবীন্দ্রনাথ -সদি-নর ঘটনাটার স্মৃতি চারণা কর-ত গি-য় ব-লন

"বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলি-লন, 'এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য।"[৩]

এ সমস্তকিছু অনু-জর প্রতি অগ্র-জর শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিই বা হ-ত পা-র।

শুধু কি পাঠ-কর দৃষ্টি-ত দু'জন দু'জন-ক -দ-খছি-লন ? -বাধহয় তা নয়। এর অনুসন্ধান গভী-র কর-ত হ-ব। সৃজ-ন ও মন-ন দু'জন দু'জ-নর অন্ত-র চিরপ্রতিষ্ঠার আসন লাভ ক-রছি-লন। একথা আমা-দর ভু-ল -গ-ল চলবে না যে, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় ষোল বছর একসঙ্গে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আত্মপ্রকাশ 'কবিকাহিনী'(১৮৭৮ খ্রিঃ) -থ-কই শুরু হ-য়ছিল। বাংলা সাহি-ত্যর -স ছিল এক স্বর্ণযুগ। বঙ্কিম - রবীন্দ্রনাথ লি-খ চ-ল-ছন একই সা-থ, একই ভাষায়। প্রতিদিন নিয়ম ক-র বালক কবি পড়-তন 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন' পত্রিকা। বঙ্কিমের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সেগুলিই। বঙ্কিমও নিশ্চয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ভারতী', 'বালক', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ পাঠ করতেন। এভাবেই দু'জন দু'জ-নর ম-নর কাছাকাছি এ-সছি-লন। সমসাময়িক দুই প্রতিভাধর শিল্পীর সাহিত্যিক -যাগা-যাগ ছিল বড় পবিত্রতার। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধুর্যতা সাহি-ত্যর বাক্‌বিতন্ডা-ত নষ্ট হয়নি। আস-ল তাঁ-দর প্রতিষ্ঠার -কান সমস্যা ছিল না। এখনকার দুনিয়া-ত সাধারণ -বকার যুবক -থ-ক শুরু ক-র শিল্পী-সাহিত্যিক সক-লর ম-ধ্যই -দখা দিয়েছে প্রতিষ্ঠার সংকট। এ সংকট বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথে ছিল না। অনুজ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল অগ্রজকে সামনে -র-খই। তা-ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না, বিনয়ের ভাবটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্প-র্ক এই ভাবটিই ছিল মূল কথা।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'বনফুল' (১৮৮০ খ্রিঃ)। ততক্ষ-ণ বাংলার মাটি-ত কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। বাঙালী নতুন উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। বঙ্গসরস্বতীর সাধনায় 'বঙ্গদর্শন' বাঙালীকে গর্বিত করল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের প্রতিটি পাতা গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। ধারাবাহিকভাবে বেরোতে লাগল 'বিষবৃক্ষ', পরে 'চন্দ্রশেখর'। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে মনে মনে বরণ করে নিলেন। 'বনফুল' আখ্যানে জড়িয়ে গেলেন বঙ্কিম। বনফুলের কেন্দ্রীয় সমস্যা - স্বামী বিজয়-ক -ছ-ড় নায়িকা কমলার নীর-দর প্রতি -প্রম। -প্র-মর এই ত্রিকোণ সমস্যা বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসকে স্মরণ করায়। নায়িকার মানসগঠনে কপালকুন্ডলার অনুসরণ, কমলার পিতৃবি-য়া-গর বর্ণনা-ত 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনীর পিতৃবি-য়াগ দৃশ্য-ক আমা-দর ম-ন করায়। এছাড়া 'বিষবৃক্ষ' উপন্যা-সর ম-তা 'বনফুল' আখ্যা-ন 'দীপনির্বাণ' বলে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রায় সর্বত্র বঙ্কিমের ছোঁয়া বিদ্যমান। 'বঙ্গদর্শন' কে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় যে ঢেউ দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত তার জলে স্নান করেছেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম সারা বাংলায় নবজাগরণের হাওয়া বইয়ে দিতে পেরেছিলেন। উনিশ শত-কর পচা ঘিনঘি-ন সমাজটা-ক নিখুঁত সার্জারীর কাজ ক-র বাদ দি-ত -চ-য়ছি-লন। একটা পরিচ্ছন্ন সমা-জর স্বপ্ন -দ-খছি-লন। সাহি-ত্যর মধ্য দি-য় বাঙালীর মনন সমৃদ্ধ কর-ত -চ-য়ছি-লন। এই মনন তৈরি হ-লই সমাজের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এবং সমাজ অগ্রসর হবে। সমাজের মঙ্গল সাধনা করা সাহিত্যের কাজ বলে বঙ্কিম মনে করতেন। তাই কখনোই সাহিত্যে 'ফাজলামো' করেননি। তাঁর রচনাগুলির প্রায় সবগুলিই

সিরিয়াসধর্মী। অবশ্য 'কমলাকা-ন্তর দপ্তর' বই-ত হাস্যরসাত্মক কাহিনী র-য়-ছ। ত-ব তা কখ-নাই ঠুন-কা মজা নয়, প্রতিটির -পছ-ন র-য়-ছ গভীর জীবন-বাধ। কমলাকান্ত আফিং -খ-য়-ছ, -নশার -ঘা-র অ-নক কিছু ব-ক-ছ। কিন্তু কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। রুচিশীল বঙ্কিম তাঁর সাহিত্য সাধনাতেও সমানভাবে শুচিতা রক্ষা করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বইতে হিউমার আছে, কিঞ্চিৎ উইট ও স্যাটায়ার রয়েছে তবে স্থূল ভাঁড়ামি একেবারে নেই। বঙ্কিম এসমস্ত একেবারে পছন্দ করতেন না। এভাবেই সাহিত্যের একটি মানদন্ড তৈরি করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি যু-গর রুচি-বাধ-ক গ-ড় দি-য়ছি-লন।

২

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন -

> "বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্য প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলা-দ-শর -ম-য় পুরু-ষর মন-ক এক কাল -থ-ক অন্যকা-লর দি-ক ফিরি-য় দি-য়-ছ, এ-দর ব্যবহা-র ভাষায় রুচি-ত পূর্বকালবর্তী ভা-বর অ-নক পরিবর্তন হ-য় -গল। যা আমা-দর ভা-লা লা-গ, অ-গাচ-র তাই আমা-দর গ-ড় -তা-ল। সাহি-ত্য শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালোলাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজদৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কার-ণই সাহি-ত্য যা-ত ভদ্র সমা-জর আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কা-লরই এই দায়িত্ব।"[৪]

বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রকাশের তিরিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'চোখের বালি' (১৯০৩)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মাঝের তিরিশ বছর মনে মনে লালিত হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ'। তখন সমাজ অ-নকটা পরিবর্তিত হ-য় -গ-ছ, রবীন্দ্র প্রতিভাও তখন -বশ পরিণত হ-য়-ছ। এই উপন্যা-স প্রত্যক্ষ ভাবেই বিষবৃক্ষের কথা এসেছে। বিনোদিনী চরিত্রের আবির্ভাবের মূলে রয়েছে বিষবৃক্ষ উপন্যাস। সে রোহিণী বা কুন্দের মত বালবিধবা হলেও নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশ্বাসী। বঙ্কিমের উপন্যাসের মত তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘ-টনি। সে তার অধিকার বারবার আদায় করতে চেয়েছে। এখানেই বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে রবিবাবুর বিরোধের জায়গা। নীতিবাগীশ বঙ্কিম সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকায় তাঁর 'বিষবৃক্ষ' কিম্বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ -য গল্প ব-ল-ছন তা-ত চরিত্রদের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ হয়েছে বঙ্কিম নির্দেশিত পথে, তদের স্বশাসিত প-থ নয়। ত-ব একথা ঠিক -য, সমাজের অনুশাসন ও বিধিনিষেধের মধ্যেই আমাদের যেতে হয়। তবে বঙ্কিমবাবু যদি চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে একটু নমনীয় (Flexible) হ-তন তাহ-ল আমা-দর আ-রা ভা-লা লাগত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমাজ-সংস্কা-রর আগল তুলে চরিত্রদের মাপেননি। 'চোখের বালি'তে বালবিধবা বিনোদিনীর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অতৃপ্ত বাসনা ইত্যাদি মনের গহন কথাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। 'বিষবৃক্ষ'তে বঙ্কিমচন্দ্র যা শুরু ক-রছি-লন তার প্রায় তিরিশ বছর প-র একই কাহিনীর নবজন্ম দি-লন রবীন্দ্রনাথ। অগ্র-জর প্রথম প্রয়াস-ক

প্রশংসা ক-র ব-ল-ছন -

> "বিষবৃ-ক্ষ কাহিনী এ-স -পীছল আখ্যানে । যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আমাদের অভিজ্ঞতার ম-ধ্য। সাহিত্য -থ-ক অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উ-ঠ -গল"[৫]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'কে এভাবেই গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চরিত্র ও পটভূমি নির্মাণ-ক রবী-ন্দ্রর অ-নক পরিচিত ব-ল ম-ন হ-য়ছিল। তিনি ব-ল-ছন - 'ন-গন্দ্র-ক আমা-দর নিকট - প্রতি-বশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।' শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পরিণতি প্রসঙ্গে অভিনব ব্যাখ্যা দি-য়ছি-লন। তিনি 'বিষবৃক্ষ'-ক সব-চ-য় বড় ট্রা-জডি ব-ল-ছন। ট্রা-জডি বা ক-মডির আসল কথা বাহ্যিক বি-য়াগান্তক বা মিলনান্ত-ক নয়, তার অর্থ আ-রা গভীর ও মর্মস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষ'-এর উদাহরণ দি-য় তার ব্যাখ্যা কর-লন। তিনি বল-লন–

> "সূর্যমুখীর সহিত ন-গ-ন্দ্রর -শষকা-ল মিলন হইয়া -গল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যা-জডি ন-হ ? -সই মিল-নর ম-ধ্যই কি চিরকা-লর জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া -গল না ? যখন মিল-নর মু-খ হাসি নাই, যখন মিল-নর বুক ফাটিয়া যাই-ত-ছ, যখন উৎস-বর -কা-লর উপ-র শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কী আছে ?"[৬]

বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে 'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমের একমাত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ব-ল অভিহিত ক-র-ছন। তাঁর ম-ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস -লখা অ-নক কষ্টকর। ইতিহা-সর প্রতি ধ্যান দি-ল গল্পটা নষ্ট হ-য় যা-ব আবার গল্পটা-ত -বশি ম-না-যাগ দি-ল আহত ইতিহাস গ-ল্পর ক্ষতি কর-ব। সুতরাং, একজন প্রতিভাশালী শিল্পী ছাড়া সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেননা। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসে ইতিহাসের কথা আছে কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকেই বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কেননা এখানে লেখকের কল্পনা ও ইতিহাসের ঠাস বুনোট রয়েছে। ঐতিহাসিক রস সঞ্জীবিত হয়েছে। একইভাবে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিম সেকালে দাঁড়ি-য় -দবতা কৃ-ষ্ণর নি-র্মাক খসি-য় মান-বর দরবা-র কৃষ্ণ-ক হাজির ক-র-ছন। তাই 'কৃষ্ণচরিত্র'এর কৃষ্ণ মানবিক কৃষ্ণ, মানবিকতার মূল্যবোধে তার জয়জয়কার। রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের সমালোচনা ক-র বল-লন ট্ট

> "আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উলটা রথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হয়। যখন ব-ড়া -ছাট অ-ন-ক মিলিয়া জনতার স্ব-র স্বর মিলাইয়া -গা-ল হরি-বাল দি-তছি-লন তখন প্রতিভার ক-ণ্ঠ একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল - বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গোলে হরিবোল

ন-হ। ইহা-ত সর্বসাধার-ণর সমর্থন নাই, সর্বসাধার-ণর প্রতি অনুশাসন আ-ছ।"[৭]

এভাবেই বঙ্কিম সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে -যমন সমৃদ্ধ ক-র-ছন -তমনি ভা-লা লাগা মন্দ লাগার বিষয়গুলি ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে পরোক্ষে সাহিত্যসম্রাটের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আরোপিত হয়েছে।

৩

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে রবিবাবুর দীর্ঘ সম্পর্কে কখন কখন চড়াই উৎরাই এসেছে কিন্তু তা কখনোই বিরাট ফারা-কর জায়গা তৈরি ক-রনি। সাহি-ত্যর কারখানা ঘরের দু'জনেই কারিগর। সেখানে দৃষ্টিভঙ্গীটাই প্রধান। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে কখন পার্থক্য তৈরি হয়েছে, দেখা গেছে মনোমালিন্য কিন্তু গেল গেল রব তুলে মুখরোচক গল্প বানানোর নয়। যে বিরোধ এসেছে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছে আবার তা শ্রদ্ধার সঙ্গেই মিটে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পিতা -দ-বন্দ্রনাথ ছি-লন -গাঁড়া ব্রাহ্ম। তাঁরই হাত ধ-র রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমা-জর সম্পাদ-কর দায়িত্ব পেলেন। এদিকে বঙ্কিম প্রচলিত হিন্দু ধর্মের উগ্র সমর্থক ছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমবাবু 'হিন্দুধর্ম' ও 'ধর্মজিজ্ঞাসা' নামক দুটি প্রবন্ধ লিখলেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথ মসীযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। 'ভারতী' পত্রিকাতে তিনি লিখলেন 'একটি পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধ। তবে একথা বলা ভালো যে মসীযুদ্ধ চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ বহুবার বঙ্কিমের বহুবাজারের বাসভবনের বাড়িতে গেছেন কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও কারোর মধ্যে উষ্মা প্রকাশ পায়নি। ক্ষমাসুন্দর বঙ্কিমবাবু তাঁর ভালোবাসার পাত্র তরুণ রবীন্দ্রনাথ-ক ক্ষমা ক-র দি-য়ছি-লন। তরুণ কবির প্রতি তাঁর -স্নহ বা দুর্বলতা তখন চর-ম। 'জীবনস্মৃতি' -ত রবীন্দ্রনাথ -সকথা স্বীকার ক-র নি-য় ব-ল-ছন–

> "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়া-ছ - যদি থাকিত ত-ব পাঠ-করা -দখি-ত পাই-তন, বঙ্কিমবাবু তেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বি-রা-ধর কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া -ফলিয়াছি-লন।"[৮]

রবীন্দ্ররচনার প্রভাব এসেছে বঙ্কিম রচনাতেও। আমরা সকলেই জানি, বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। এই প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে। তবে তখন সেটি 'মানসবিকাশ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' একত্রিত হয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। তখন নাম পাল্টে রাখেন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। প্রথম লেখার সঙ্গে পরবর্তী লেখার একটা পার্থক্য দেখা যায়। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব' বইতে। তিনি বঙ্কিমবাবুর 'বিদ্যাপতি ও জয়-দব' প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রিত পা-ঠর -পছ-ন রবীন্দ্রনা-থর 'চন্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটির প্রভাব রয়েছে বলে জানান। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধটি পড়ে প্রেরণা লাভ ক-র -ল-খন 'চন্ডিদাস ও

বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি। প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। মজার কথা হল বঙ্কিম এই প্রবন্ধটি পড়েন। তার-ই ফলশ্রুতি হল 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রিত পাঠ। বঙ্কিমবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে প-ড়ছি-লন এবং -বশ কিছু জায়গা-ত সং-শাধন ক-রছি-লন। এ-ত প্রকৃত সাহিত্যি-কর -যমন পরিচয় -দখা যা-চ্ছ তেমনি অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অগ্রজ বঙ্কিমের অসম্ভব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি-ক বহিঃপ্রকৃতির কবি বল-ত -চ-য়-ছন, চন্ডিদা-সর মত তাঁর অন্ত-রর গভীরতা -নই। অন্যদি-ক বঙ্কিমবাবু বিদ্যাপতিকে অন্তঃপ্রকৃতির কবি বলেছিলেন। অন্যদিকে বঙ্কিমবাবু কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা কর-ত গি-য় ব-ল-ছন 'জয়-দব সুখ বিদ্যাপতি দুঃখ'। রবিঠাকুর কিন্তু চন্ডিদাস-ক দুঃ-খর কবি ব-ল-ছন। বিদ্যাপতির মিল-ন সুখ, বির-হ দুঃখ; চন্ডিদা-সর মিল-নও সুখ -নই। তাই তিনি লি-খ-ছন, 'বিদ্যাপতি সু-খর কবি চন্ডিদাস সু-খর কবি।' সাহিত্যসম্রাট মন দি-য় -স সমস্তকিছু প-ড়ছি-লন। তাই সং-শ্যাধিত পা-ঠ ব-লছি-লন, 'যাহা বিদ্যাপতি সম্ব-ন্ধ বলিয়াছি, তাহা -গাবিন্দদাস চন্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদি-গর সম্ব-ন্ধ -বশি খা-ট, বিদ্যাপতি সম্ব-ন্ধ তত খা-ট না।' এ মন্ত-ব্য রবীন্দ্র অভিঘাত আ-ছ ব-লই ম-ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই জানতেন দু'জনকে। শিল্পীর স্বতন্ত্র সত্তাকে দু'জনেই শ্রদ্ধা করেছেন। একটি নদী, দুটি তরণি। একের ঢেউ অ-ন্যর গা-য় -ল-গ-ছ, এ-কর মাঝি নবীন অ-ন্যর মাঝি প্রাচীন। -স প্রাচীন-নবী-ন দ্বন্দ্ব -নই, পরস্পর হাত ধ-র কত যাত্রীদের নিরাপদ জায়গাতে নিয়ে গেছে। বাংলার সাহিত্য নদীতে এই দুই প্রবীণ ও নবীন মাঝি হ-লন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা বহু দিন ধরে একটু একটু করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে দাঁড় করি-য়-ছন। -স্নহ-ভা-লাবাসা আর শ্রদ্ধায় অগ্রজ ও অনুজ হা-ত হাত ধ-র সমস্ব-র ব-লছি-লন - 'দি-ব আর নি-ব, মিলা-ব মিলি-ব।'[৯]

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, 'আধুনিক সাহিত্য/বঙ্কিমচন্দ্র', প.ব. সরকার ১৯৮৯, পৃ. ২২০।

২. 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৩. 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খন্ড, প.ব.সরকার ১৯৮৯, পৃ. ৭২।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, 'সাহিত্যের পথে /পঞ্চাশোর্ধ্বম্', প.ব. সরকার ১৯৮৯, পৃ. ৫৪৭।

৫. ভবতোষ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ'(দেশ, বঙ্কিম সংখ্যা ১৩৯৫, পৃ. ২৭।)।

৬. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, 'সমা-লাচনা/-মঘনাদবধকাব্য', প.ব. সরকার ১৯৮৯, পৃ. ১৫-১৬।

৭. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, ‘সমালোচনা/কৃষ্ণচরিত্র’, প.ব. সরকার ১৯৮৯, পৃ. ২৫২।

৮. রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশখন্ড, ‘জীবনস্মৃতি/বঙ্কিমচন্দ্র’, প.ব. সরকার, ১৯৮৯, পৃ. ৮৪।

৯. ‘ভারততীর্থ’ কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প.ব. সরকার, মাধ্যমিক পাঠ-সংকলন, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১।

* বিশেষ সাহায্য পেয়েছি ‘উদ্দালক’ সাহিত্য পত্রিকা (‘বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যা’, ১ম পর্ব, জুলাই-ডি-সম্বর, ২০০৩) -থ-ক।

*এম্.এ. বাংলা (১ম বিভাগ), UGC-NET(JRF), পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া।